দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 03 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

৮

16

তেজগাঁ কলেজে সংঘর্ষঃ দুইজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকার তেজগাঁ কলেজে দুই দল ছাত্রের মধ্যে এক সংঘর্ষ হলে দুইজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

তেজগাঁ কলেজে সংঘর্ষ

(প্রথম পৃঃ পর)

শনিবার বেলা অনুমান সোয়া ১১টায় কলেজের ক্যান্টিনে আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ বাধে। কিছু সংখ্যক ছাত্র "সাধারণ ছাত্র পরিষদ" নামে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্যানেল পেশ করতে এলে ক্যান্টিনে অবস্থানরত ছাত্ররা তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এই পর্যায়ে গুলি হলে আসলাম (২২) নামে বি কম প্রথম বর্ষের একজন ছাত্রের বুক ও মোদাস্সের হোসেন দীপু (২০) নামে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ মানবিক শাখার একজন ছাত্রের পা গুলিবিদ্ধ হয়। আহত আসলাম জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন কর্মী এবং মোদাস্সের হোসেন দীপু কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে, "সাধারণ ছাত্র পরিষদে"র ছাত্ররা জাতীয় পার্টির সমর্থক।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, গুলিবিদ্ধ আসলামকে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও পরে মহাখালীতে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার বাঁম পাঁজরে গুলি ঢুকে বেরিয়ে গেছে। এই হাসপাতালে তার সফল অস্ত্র পচার হয়। আসলামের অবস্থা উন্নতির দিকে।

চিকিৎসার পর আহত মোদাস্সের হোসেন দীপুকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

গুলি বর্ষণের পর আক্রমণকারীরা তেজগাঁ কলেজ থেকে চলে যায়। তাদের সঙ্গে কিছু বহিরাগত ছিল বলে কলেজের অধ্যক্ষ লিখিতভাবে তেজগাঁ থানায় দেয়া অভিযোগে উল্লেখ করেছেন।

সংঘর্ষের পর কলেজের শ' দুই-য়েক ছাত্র বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা আহত ছাত্রদ্বয়ের অবস্থা দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফার্মগেটে অপেক্ষমান টেম্পোতে চড়তে যায়। এতে টেম্পোর চালক শ্রমিকরা বাধা দিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফলে ফার্মগেটের পুরো এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিসি, এসি প্যাট্রোল ও তেজগাঁ থানার ওসি ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। তারা প্রথমে সংঘর্ষে লিপ্ত টেম্পো শ্রমিকদের ও পরে ছাত্রদের শান্ত করতে সক্ষম হন। বহু পুলিশ মাঝখানে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাত্ররা কলেজের পেছনে অবস্থিত আবাসিক এলাকায় ঢুকে হামলা চালায় বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেন।

ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরে বিক্ষোভকারীরা একটি মিছিল বের করে। এই মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।